বারো ইয়ারি উপন্যাস

বজ্রমানিক

৮ম পর্ব।

আগে যা ঘটেছেঃ অন্ধ যুবতী রেবার গায়ে হাত দিয়ে পলাতক মহেন্দ্র। ওদিকে রেবা বুঝি গর্ভবতী! রেবার প্রথম প্রেমিক রাজু হাজির হয় অকুস্থলে। সে কি ফন্দি আঁটছে, যাতে জানগুরুর হাতে বেঘোরে প্রাণ যায় মহেন্দ্রর! তারপর?

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

দুজনই জলজাতি তবু তিস্তার আভিজাত্যের কাছে কাজলাপানি নেহাতই ইতর কামিন। কারণটা আর কিছুই নয়, অবস্থান। নির্জনবাস ছেড়ে সভ্যজনের নজরে না পড়লে, সভ্যভূমিতে নিজেকে আদিগন্ত বইয়ে দিতে না পারলে জাতে ওঠা যায় না। ভুটান পাহাড়ের গোড়ালিতে কাজলাপানির মতন কত ফাটা দাগ আছে তার খবর রাখে কজন।

অবশ্য একেবারেই রাখে না তা বলাও ঠিক নয়। এই যে হেমন্তের হলুদবাটা রোদ গায়ে মেখে বালিনুড়ির মেদবোঝাই পেটখানা চিতিয়ে এখন যেভাবে কাজলাপানি পড়ে রয়েছে, ঠিকঠাক আকাশ ভাঙলে, হড়পা বান নামলে সে কোন সর্বনাশা চেহারা নেবে, একমাত্র ভাসানমানুষেরাই জানে।

পড়ন্ত দুপুরে কয়েকটি খয়েরগাছের নির্জনতলায় বসে নদীপানে তাকিয়ে রয়েছে মহীধর। গত কয়েক মাসে তার শান্ত জীবন লোপাট। তপ্তপান্তা যাহোক খেয়ে জুগনি আর মহেন্দ্রকে নিয়ে একটা খুঁদরি পেতেছিল, সাধ্যমতো ছেলের লেখাপড়াটাও টেনেছিল, ইস্কুলটা পাশ দিতে পারলে বনবাবুদের ধরেকরে যাহোক একটা কাজের বন্দোবস্তও হয়ে যেত। কিন্তু ছেলের ওপর কোন রাঙাহাড়ি—বিশাইচণ্ডীর নজর পড়ল কে জানে, লেখাপড়া চুলোয় দিয়ে ছেলে কিছুদিন ইকিড়মিকিড় করে বেড়াল, তারপর একখানা দোকান পেতে বসে পেয়ে গেল কাঁচা পয়সার স্বাদ। একটু লায়েক হতেই সে আবার মনসাপুজোর মেলা থেকে তুলে আনল এক খাপরা আগুন। সে আগুনে মহীধরের শান্তির গেরস্তি তো বটেই, মান-ইজ্জতও এমন পুড়ে গেল, গোটা তুম্বাবস্তিতে এখন মহীধর যাকে বলে চুতর পে চুতিয়া!

পাজামার ট্যাঁক থেকে একটা ঠেকুয়া বের করল মহীধর। গত পরশু গেছে ছটপুজো। জুগনিকে বোধহয় দিয়েছিল কেউ, মহীধরেরও জুটেছে দুটো। নড়বড়ে দাঁতে ঠেকুয়ায় কামড় দিয়ে যেন টুকরো টুকরো রাগ চিবোয় মহীধর। তখন ছেলে জোয়ান হচ্ছে, বাপের মাথা ছাপিয়ে তরতরিয়ে উঠছে, কাঁধ বুক চওড়ায় বাড়ছে, কচি সেগুন পাতার মতন খেলছে গায়ের রং, বস্তির অনেকেই আড়েঠাড়ে নজর দিচ্ছে মহেন্দ্রের দিকে, একদিন দু-চার মুখ ঘুরে কানে এল মহেন্দ্রকে তুম্বাবস্তির জানগুরুর মনে ধরেছে। নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তিনি মহেন্দ্রের জীবনটা পাকাপাকি বাঁধিয়ে দিতে চান।

আপত্তির কিছুই ছিল না, তুম্বা সমাজের প্রধানের বেয়াই হতে পারলে মহীধর জাতেই উঠে যেত, কিন্তু ঝামেলা পাকাল জুগনি। হামার দুলাড় বেটার বাপলা হবে কিনা ওই কালা ধুমসি শনিচরির সঙ্গে! হারগিজ না।

মহীধরের তখনই শক্ত হওয়া উচিত ছিল। পারেনি। চা-মোমো-দারুর দোকানের কল্যাণে ঘরে তখন বান্ডিল আসছে, মা-বেটার টেঁসে দেখে কে। তো, হিরো বেটার জন্য মনসামেলা থেকে হিরোইন বহুরী এল। একটা বাচ্চা হতেই বাড়ির সবার সঙ্গে হল্লাচিল্লা মারপিট বাধিয়ে, পুলিশের সঙ্গে ইন্টুমিন্টু করে সে রূপের চড়ই ভাগলবা। লাভের মধ্যে লাভ, জুগনির সালমান খান বেটার জন্য মহীধরের কপালে জুটল তুম্বাবস্তির ছিছিক্কার আর থানা-জেলের লজ্জার ভাত।

হাতের ঠেকুয়াটা ছুড়ে ফেলল মহীধর। জুগনি সেদিন জানগুরুর কথা মানলে আজ এই দিন আসে? কাঠচোরের সঙ্গী হয়ে, বস্তির কানা মেয়ের ওপর মরদানগি দেখিয়ে ছেলে এখন চাঁদ-সূর্য ধরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জুগনি এখন কাঁদে কেন, যাক, গিয়ে বস্তির লোকেদের সামনে টেঁসে দেখাক। যত ওস্তাদি মহীধরের সঙ্গে না?

লম্বা ল্যাজওয়ালা একটা পাখি গাছ থেকে নেমে ঠেকুয়াটা খুঁটছে। কোথায় যেন পুরো হিসেবটাই ভুল। নিজের বস্তিতে নিজের পাড়ায় হঠাৎ মহেন্দ্র কেন সুবলের ঘরে ঢুকতে গেল সেটাই আশ্চর্য। ঢুকল যদি, অমন কুকামই বা করল কেন কে জানে। আর করলেও পালাল কেন, মেয়েটার দায়িত্ব নিতেই পারত। মহেন্দ্রের তো আর বউ-বেটার পিছুটান ছিল না!

পাতলা চুলে আঙুল চালিয়ে ঘাড়ে হাত বুলোয় মহীধর। মহেন্দ্রের কচি ছেলেটা হাঁচড়ে পাঁচড়ে কাঁধে উঠত। দাদো বলে ডাকতেও শিখেছিল। মহেন্দ্রের কি ছেলের কথা মনে পড়ে না? অন্তত অকাম কুকামের সময় তো ছেলের মুখটা ভাবতে পারে। একদিকে চোর, লুচ্চা, আর একদিকে নির্মম নিষ্ঠুর, কী মহাবোঙ্গাটাই না পেটে ধরেছিল জুগনি, আহা!

তুম্বা বস্তিতে চাউর হয়েছে আজ জানগুরুর বাড়িতে পঞ্চায়েত বসবে। দলবল নিয়ে সুবল খ্যাপা কুত্তার মতন খুঁজে বেড়াচ্ছে মহেন্দ্রকে। পালানোর আগে ট্রাকটা জঙ্গলে ফেলে গিয়েছিল মহেন্দ্র, সেটা নাকি এখন পুলিশের জিম্মায়। বেটাকে না পেয়ে বাপকেই ঠাসবে সবাই, হয় পুলিশ নয় সুবল। সে আবার জানগুরুর পেয়ারের আদমি। জানগুরুও কি এই মওকায় পুরনো অপমানের শোধ নেবেন না?

নানা হ্যে--!

বাজখাঁই গলার আওয়াজে পাখিটা ডানা ঝাপটে পালাল। হাতির শুকনো নাদায় বসা প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে গেল একটুকরো রঙিন কাপড়ের মতন। মহীধরের ভাবনারাও মুহূর্তে উধাও।

তুমাক বুলাইছে গ্য... এক পড়শি এগিয়ে এসেছে।

ওকোয়?

হাড়াম বটে। জলদি চল কেনে।

তবে তিস্তার সঙ্গে টক্করের সময় এসেই গেল। যদি আজ ঠিকঠাক আকাশ ভাঙে, হড়পা বান আসে, কাজলাপানিও কি নিজের রূপ দেখাতে ছাড়বে?

গাছের গায়ে ভর দিয়ে মাজা টান করে উঠে দাঁড়াল মহীধর।

সনগিরি হেমব্রমের উঠোনে বসেছে বিচার। হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারে পা দুটো কাঁচির মতন ভাঁজ করে বসে মোবাইল ঘাঁটছেন জানগুরু সনগিরি। নিকস্যি কালো মুখে মস্ত গোঁফ, মাঝে মাঝে মুখ তুলছেন, চোখে মকাইপোড়া আগুন।

ডানে বাঁয়ে বেঁটে বেঞ্চিতে বসেছে বাঘারু, উপেন, সুবল, চুরকা বিরজু আরও কয়েকজন তুম্বা-মাতব্বর। ছোট্ট জটলায় জমেছে বস্তির মরদ জোয়ান বউ-ঝির দল। মহীধর শামুকপায়ে উঠোনে পা রাখতেই জোড়া জোড়া চোখ তার ওপর স্থির।

সুবল একবার কটমট চোখে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাঘারু বলে উঠল, উ ফুস্কিনের ব্যাটাকে তুমি ছেড়ে কথা বলবে না হে সুবল। এই বস্তিতে হয় আমরা থাকব নয় ওই চুতিয়া মাহা।

চুরকা কনুইয়ের গুঁতো মারল বাঘারুকে, যা বলার হাড়াম বলবে। তুমি চুপ যাও কেনে।

সনগিরির বুড়ি দিদি মুড়ো ঝাঁটা চালিয়ে উঠোনের কোনা সাফ করছিল। মহীধরের পা অবধি ময়লা ঠেলে দিয়ে বলল, ছ্যা রে মহি, তুর বেটা এমন খুল্লা ষাণ্ডের মত ঘুরে মা ব্যাহেন এক করছে আর তু মজা নিচ্ছিস? থুকি রে তোর মুখে।

মহীধরের মুখ গোরুচোরের মতন ঝুলে পড়ল। কী করে এদের বোঝায়, মজা তো দূর, মনেপ্রাণে সে এখন ছেলের সব পাপের সাজা চায়।

ফোন পাশে রেখে ঘরঘরে গলায় জানগুরু বললেন, মাহা কুথায়?

মহীধরের ভুরুতে বিরক্তির ভাঁজ, জানি না।

ফোন করে নাই? ঘরে আসে নাই? দ্যাখ, ঝুট বললে তু অর তুর বেটা দুটারই মুশকিল করে দুব্য।

বোঙ্গা কসম, গলা চিমটে ধরল মহীধর, আমি কিছু জানি না।

বাঘারু ভেংচে উঠল, ও হো হো হো... ভালো তামাশা। তুর বেটা ঘরে আসে কিনা তু জানিস না? তুও কি দুসরা ঘরে মাগ চেট্টে বেড়াচ্ছিস নাকি রে?

কুৎসিত ইঙ্গিত দেখে ভিড় খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। মহীধরের বুকে একবার বিদ্যুৎ চমকাল যেন। চোখ তুলেই নামিয়ে নিল সে।

তুর বেটার কারণে সুবলের বেটির পেট হইছে, হুঙ্কার দিলেন জানগুরু, উর খাওয়া হিসাবে দশ হাজার টাকা জরিমানা দিবি।

খাওয়ার পরিমাণ শুনে জানগুরুর দুদিকে বসা মাতব্বরেরাও আঁতকে উঠেছে। গুড়গুড় মেঘ ডেকে উঠল মহীধরের বুকের খাঁচায়।

উপেন ডানদিকের ভিড়ে আঙুল তুলে বলল, দেখ মইধর। আশপাশের লোকও তোর বেটার নামে নালিশ দিছে। মাহার খবর কিছু জানলে লুকাছুপি না করে বলে দে না।

চোখ ফিরিয়ে মহীধর অবাক হয়ে গেল। ভিড়ের কোণে দাঁড়িয়ে ওটা রাজু না? এই সালিশীতে মহেন্দ্রের বন্ধু কী করছে? তাও আবার মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে! আড়ালে আবডালে না জানি কতকিছু পাকিয়ে ফেলেছে সুবল।

সুনলম তুর বেটা বস্তিতে ফিরে আসছে, দুই পা টানটান করে বসলেন জানগুরু, এলেই আমাকে খবর দিবি। সাজা হবে, জানে মরবে না বল্যে দিলম, যাঃ।

মগজে যেন বিরাট শব্দে বাজ পড়ল। মহেন্দ্র ফিরে আসছে! কই মহীধর তো জানে না। তবে কি মায়ের সঙ্গে ষড় হয়েছে? জুগনি আজ পঞ্চায়েতে আসেনি যে বড়? দুলাড় বেটার কারনামা শোনার দম হয়নি, নাকি পাছে সত্যি বেরিয়ে যায় সেই ভয়?

ভিড়ের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে বসেছে সুবলের থরথর মেয়েটা। বেচারি যদি মহেন্দ্রর বাচ্চা বিয়োয়, সেটাও কি মহীধরের কাঁধে চড়বে? দাদো বলে ডাকবে? মহীধরের জীবনটা ওই রাজুদের বাপের মতন স্বাভাবিক হতে পারে না?

আশা-আবেগ মিলে মনে নামল প্রবল বৃষ্টি। মহীধরের ভিতর হড়পা বানে উত্তাল কাজলাপানি। সমস্ত ভুলভ্রান্তি আবর্জনা ধুয়ে আজ সে ভাসান দেবেই দেবে। তিস্তাকে বোঝাবে, পারে। সে-ও পারে।

গলা খাঁকরে দু-পা এগিয়ে গেল মহীধর। সনগিরির চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট স্বরে বলল, চাক্কিদার লাগিয়ে রাখো আমার ঘরের পাশে, মাহাকে ধরে যা ইচ্ছে সাজা দাও, খাওয়া আদায় করো। আমি সুবলের বেটিকে ইজ্জত দিয়ে ঘরে তুল্যে নুব, পঞ্চায়েতে জবান দিচ্ছি।

(এরপর আগামী রোববার **সেবন্তী ঘোষ**-এর কলমে)

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই প্রথম বারো ইয়ারি উপন্যাস। কলমে উত্তরবঙ্গের ১১ জন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের পরিণতি কী হবে? লিখবেন আপনি। সেরা ৩টি লেখা প্রকাশ করা হবে শেষ পর্বে।

অণুগল্প

হঠাৎ তুমি

ঈপ্সিতা মুখার্জি চক্রবর্তী

সময়টা আজ থেকে বছর ২০ আগের। হঠাৎ করেই সে দিনগুলো ঝকঝকে মনে পড়ছে।

তখন রণজয় সবে চাকরি পেয়েছে। সপ্তাহের ছয়দিন যাদবপুর থেকে শ্যামবাজার আবার শ্যামবাজার থেকে সিঁথি বাসে। বাসেই দেখা হত রোজ। অদ্ভুতভাবে ভীড়েও ওকে ঠিক চোখে পড়ত। সঙ্গে বান্ধবীরা থাকলেও চুপ সে। শুধু হাসি আর চোখ আর সামান্য কিছু শব্দ যা রণজয় অবধি পৌঁছত না। রণজয়ের আগেই বাসে উঠত সে। নামত শ্যামবাজার। রণজয়ও নামত, কিন্তু তখন তার আবার বাস ধরার তাড়া। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এই দেখাটুকু। কোনওদিন দেখা না হলে দিনটা তেতো লাগত। এভাবেই টানা তিন বছরের সম্পর্ক।

ভেবে হাসি পেল রণজয়ের।

সম্পর্কই বটে।

আচ্ছা, ও কি লক্ষ্য করত ভীড় বাস থেকে নামার সময় কে ওর জন্য জায়গা করে দিত? মনে হয় না। তবু রণজয় ভোলেনি তাকে।

আপনারা ভাবছেন, হঠাৎ আজই বা কেন তার কথা ভাবা! কারণ আছে।

এখন টিভিতে রণজয়দের পছন্দের রিয়েলিটি শো চলছে। সে এসেছে। এতবছর পর হঠাৎ দেখে রণজয়ের বুকের ধকধক মনে হচ্ছে ঘরের বাকিরা শুনে ফেলবে।

অপূর্ব দেখতে লাগছে। নামটাও সুন্দর। শিঞ্জিনী। গলাটাও মিষ্টি। সুরেলা। বয়েসের তুলনায় বেশ ঝকঝকে।

এবার রণজয়ের মোক্ষম ধাক্কাটা লাগল। ও বলছে—

হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। এমএসসি-তে ভর্তি হয়েও ছেড়ে দিয়ে বাবার ওষুধের দোকান চালানোয় মন দিলাম। ভাই বোন মা কে ভালো রাখাই লক্ষ্য ছিল। পরিশ্রমের ফল পেয়েছি। ভাই আয়ুর্বেদ ডাক্তার। ওর চেম্বার আর ওষুধের দোকান আছে। বোন প্রাইমারি স্কুল টিচার। ওদের বিয়ে দিয়ে আমি আর মা এখন নিশ্চিন্ত। তবে নিজের বিয়েটা করা হয়নি। একজনকে ভালো লেগেছিল। কলেজে থাকতে। তিন বছর প্রায় রোজ একসঙ্গে যাওয়া। বলি বলি করেও সে বলল না। কী আর করা!

বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল রণজয়ের।

সত্যিই তো, কী আর করা।

স্ত্রী মহুয়া বলল, ইস্, ছেলেটা কী গো! এত ভালো একটা মেয়েকে হেলায় হারাল।

একেকটা রাউন্ড পার করছে শিঞ্জিনী আর রণজয়ের ফুর্তি হচ্ছে। মনে মনে বলছে, আজ ও জিতবেই।

টই টই

মেঘবালিকাদের ডানায় ভেসে সাংসের

মায়ার বাঁধনে পাহাড়ি ছোট্ট গ্রাম সাংসের। কালিম্পং থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে। সবুজ পাহাড়ে ঘেরা হ্যামলেট সাংসের। এখানে সঙ্গী হতে পারে আপনার হিমালয়ের বরফ ঢাকা পাহাড়চূড়া। জনপদের পাশ কাটিয়ে বইছে টলটলে রূপোলি তিস্তা। রূপসী উত্তরবঙ্গের রূপবতী এক পর্যটনকেন্দ্র সুন্দরী সাংসের। নির্মল, নির্জন। সমতল থেকে ৪০০০ ফুট উঁচুতে।

সাংসের থেকে ঘুরে আসতে পারেন খুব সহজেই। দূরপীন, ডেলো, রামিতে ভিউ পয়েন্ট, হনুমানটকের মতো মনোলোভা স্থান। দেখতে যেতে পারেন লাভা-লোলেগাঁও, রিশপ, কোলাখাম, ইচ্ছেগাঁও ও সিলেরিগাঁও। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। এখানে এলে অপরূপ দৃশ্যসুখের আনন্দে জুড়িয়ে যায় শান্ত মন ও মস্তিষ্ক। সিঙ্কোনা গাছের সারির সঙ্গে দেখা যাবে এলাচ, আদা, মাড় ও কমলালেবুর বাগান।

রিসর্টগুলির খাবারের স্বাদ ও গন্ধ মুখে লেগে থাকার মতো। কী অকপট আন্তরিকতা ওদের। দূষণমুক্ত এই সাংসের ছিমছাম প্রকৃতির কোলে এক আলগা পাহাড়ি প্রান্তর। সুন্দর ফরেস্ট ভিলেজের সঙ্গী নীলাভ আকাশ, ডানদিকে মাথা উঁচু করে স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সাংসের ভিউপয়েন্টে বসলে মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

মন চাইলে হেঁটেই যেতে পারেন তিস্তার মনোলোভা উজ্জ্বল স্বচ্ছ হিরের মতো জলের সংস্পর্শে। এখানে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় জৈবসারে শাক-সবজির নজরকাড়া চাষবাস। রিসর্টের বিভিন্ন পদ যা এখানকার টাটকা শাক-সবজি দিয়েই তৈরি হয়,যা খেয়ে চিরতরে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। সাংসেরে আকাশভরা মেঘবালিকাদের ছুট মন কাড়বেই। পাহাড়ের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ানো হিরের টুকরোর মতো উজ্জ্বলতায় টাইগার হিল। আর অন্য দিকে অবস্থিত দার্জিলিং, মাঝে সিকিমের তারেভিউ, নামচি, রাবাংলা, নামথাং। আর একটু নীচে নাথুলা রেঞ্জ। কালিম্পংয়ের কোলাহল, চঞ্চলতা, ব্যস্ততা থেকে যারা একটু সরে আসতে চান নিরিবিলিতে, তাদের জন্য টিএস এলিয়েটের ভাষায় এই অঞ্চলকে বর্ণনা করা যেতেই পারে, 'এসকেপ ফ্রম রিয়েলিটি' হিসেবে। বর্ষায় সাংসেরজুড়ে সুন্দর সুগন্ধী আতপ চালের সুবাস মেলে। এখানকার আসল মজা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে শিশিরস্নাত পায়ে হালকা ট্রেকের আনন্দ নেওয়া আর সুস্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অনুভব। সকাল সকাল ঘুম ভাঙলে কম্বল থেকে বেরিয়ে আমরা দেখি আকাশে যেন ছেয়ে গিয়েছে লালচে সূর্যের প্রথম আলোয়। খুব সীমিত সময়ের জন্য তখন নতুন আলো স্পর্শ করে যেন জন্ম হয় এক স্বপ্নছোঁয়া নতুন দিনের।

টিএস এলিয়টের ভাষায় সাংসের যেন 'এসকেপ ফ্রম রিয়েলিটি'।

অপূর্ব দৃশ্যসুখ আর সৌন্দর্যের সুগন্ধী ছড়িয়ে সর্বত্র। **শুভজিৎ বোস**

যেতে পারেন এয়ারলাইন বা ট্রেনে করে বাগডোগরা বিমানবন্দর বা এনজেপি রেলওয়ে স্টেশন, তারপর সেখান থেকে বা শিলিগুড়ি থেকে ভাড়ার গাড়ি বা নিজেদের গাড়ি করে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সোজা সাংসের।

কবিতা

ব্রাত্য

রবি মল্লিক

মানুষ কমছে,
টিউবওয়েলের জলস্তর নেমে যাওয়ার মতো
শোঁ... শব্দ করে
তুলসীর বেদীতলে প্রদীপের পলতা
পুড়ে যায় অজান্তেই
বিকালের সূর্য জানালায় তাকিয়ে
শেষ চেষ্টা চালায় রক্ষার,
ওরা রাস্তার ভেপারের নীচে বসে থাকে
আলোর অপেক্ষায়!

প্রিয়জন

মঞ্জুশ্রী সিং

প্রিয় কোনও জন জীবনতরী ভাসিয়ে
নিয়ে যাচ্ছে আমাকে বিনাশের দিকে
আসলে সে মানে না কোনও বাধা
মানে না মেঘের পালক, হঠাৎ আসা ঝড়
শোনে না কোনও আদিম জোয়ারের স্বর
জানে না সে আসলে যাচ্ছে কোন পথে
অজস্র প্রিয়জন ঘরে বসে থাকে শুধু
তার ফিরে ফিরে আসার অপেক্ষাতে

পতন সৌমিত্র স্মরণে

নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত

চোখের আদল মটরশুঁটির মতো
তাকিয়ে আছে সে দূরের আকাশ পানে
তাকে ঘিরে আছে কাছের মানুষ যত
মহীরুহ পতন হল কি আমফানে?

জীবনাবসান আজ তার হল বটে
শুরু হল তার অমরত্বের কাল
মৃত্যু তো রোজ হাজার হাজার ঘটে
ক'জন বা করে মৃত্যুকে বানচাল?

নশ্বর শরীর হোক না পুড়ে ছাই
জীবনের থেকে ঠিকরে বেরোবে আলো
সে আলোর ঠিকানা রাজপ্রাসাদে নাই
মানুষের মাঝে তার বাড়ি জমকালো।

অভয়ারণ্য

শালিনী মিত্র

অরণ্য আমি দেখিনি কোনওদিন
চোখের সামনে যেটুকু সবুজ দেখতে পাই
তা সাজানো, ভনিতা... রেপ্লিকা মাত্র
তোমরা বড়মুখ করে তার নাম দিয়েছ অভয়ারণ্য
মনে মনে তোমরাও জানো
অভয়ারণ্য বলে আসলে কিচ্ছু হয় না

দুটো হাতি ঘোড়াকে কলের পুতুল করে
সহাবস্থানে রাখা যায় হয়তো
কিন্তু অন্তরের বোঝাপড়া...
তা কি চাবুকের পীড়নে গড়ে তোলা সম্ভব?
রিং মাস্টারের রক্তচক্ষুর ভয় থাকবে না যেদিন
হয়তো দূর্বা জন্মাবে সেদিন বিলের ধারে,
হয়তো গড়ে উঠবে অভয়ারণ্য!

ঘেঁটে ঘ

ঝাপসা হয়ে ওঠে শিল্পের শরীর
অভিভাবকহীন পড়ে থাকে
বাংলা চলচ্চিত্র
মানুষ একদিন চলে যাবে বলেই আসে
কিন্তু অমর হতে আসেন সৌমিত্র

পাঠিয়েছেন **তন্ময় দেব,** আলিপুরদুয়ার।

পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই

গ্রাহক: দেখুন তো, আমার নামে চিঠি এল কিনা!
পিয়োন: চিঠি! কে লিখবে তোমায়?—একদিন না বলেছিলে তোমার কেউ নেই।
গ্রাহক: কিন্তু সবাই যে বলে, যার কেউ নেই তার ভগবান আছে!

এক কণ্ঠশিল্পী সন্ধেবেলা বাড়িতে বসে উচ্চস্বরে গলা সাধছিলেন আ... করে। বিরক্ত হয়ে পাশের বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, এই যে দাদা কাঁদছেন কেন?— কেউ কি মারা গেছে?
কণ্ঠশিল্পী: কাঁদছিও না আর কেউ মারাও যায়নি। গলা সাধছিলাম।
ভদ্রলোক: ওঃ! ভাগ্যিস বললেন, না হলে বুঝতেই পারছিলাম না।

ডাক্তারবাবু: আপনার নাম কী?
রোগী: আমার নাম নেকো।
ডাক্তারবাবু: নামটা তাড়াতাড়ি বলুন।
রোগী: নেকো বাবু নেকো।
ডাক্তারবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভেবে বললেন, এই যে কলম আর এই যে রেজিস্ট্রার। নিজের নাম নিজেই লিখুন।

পাঠিয়েছেন
ইন্দ্রজিৎ রায়, মেখলিগঞ্জ।

ইচ্ছেডানা

কবিতা কাঠাম, দশম শ্রেণি,
ময়নাগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

অনুরাগ সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, অরবিন্দ পাঠভবন

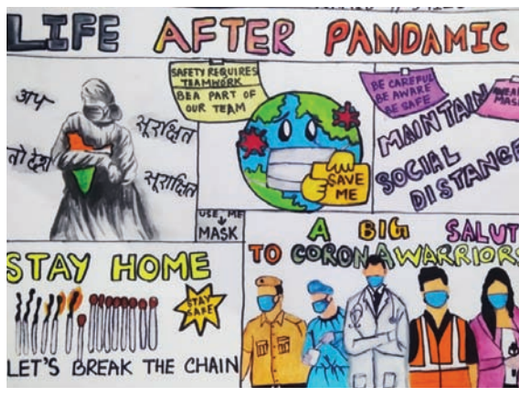

ভূমি বণিক
নবম শ্রেণি, হলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি

শুভজিৎ দাস
প্রথম শ্রেণি, কচিপাতা শিশু অঙ্গন, সাহাপুর

অবাক করা মজায় ভরা

কোথাও বেড়াতে গেলে আমরা কোন জিনিসটি নিতে সবচেয়ে বেশি ভুলে যাই জানো? টুথব্রাশ। শুধু তুমি বা আমি নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এই ভুলটা করেন।

সবে তো দীপাবলি গেল। এবারে নিশ্চিতভাবে বাজি না ফাটিয়ে ঘর সাজিয়েছ আলোয় আলোয়। কিন্তু জানো কি, মোমবাতি সবচেয়ে বেশি কারা কেনে? পৃথিবীর মোট বিক্রি হওয়া ৯৬ শতাংশ মোমবাতিই মেয়েরা কেনে।

লেখা পাঠান: ছোটগল্প (১০০০ শব্দ), রম্যরচনা (৫০০ শব্দ), নিবন্ধ (৭০০ শব্দ), কবিতা (১২ লাইন), বড়চর্চা (২৫০ শব্দ), পাচ্ছে হাসি (৫টি জোক)। বিভাগ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যে (ইউনিকোডে) লেখা পাঠান rongdarrobbar@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৪৩৮৪৬২১। **ছোটরা, নাম-বিদ্যালয়-শ্রেণি সহ আঁকা-লেখা পাঠাও** ichchhedanaubs@gmail.com ডাকযোগে: **রংদার রোববার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬।**